এক বছরের শিশুকন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বালতিতে ভরে নদীতে ফেলে মারার অভিযোগে ধৃত মা ও বাবা

নিজস্ব সংবাদ দাতা, বাঁকুড়া ঃ এক বছরের শিশুকন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বালতিতে ভরে নদীর জলে ছুঁড়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে মায়ের বিরুদ্ধে। পুলিশ তদন্ত নেমে এই তথ্য জানতে পেরে মৃত শিশুটির মাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুকন্যাটির পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ ছিল তার বাবার। এই নিয়ে নিয়মিত অশান্তি হোত স্বামীও স্ত্রীর মধ্যে। ক্রমাগত অশান্তি ও প্ররোচনায় গত সপ্তাহের শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ ঘুমন্ত শিশুকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে। এতে কন্যাসন্তানটির মৃত্যু হয়। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত সপ্তাহের শনিবার সকালে সিমলাপালে শীলাবতী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মৎস্যজীবীরা তানিঝা (প্রিয়া) চাটার্জী নামে এক বছরের স্থানীয় এক শিশুকন্যার মৃতদেহ পান। এই শিশুটির মৃত্যুর পিছনে তার মা জড়িত থাকলেও থাকতে পারে বলে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম থেকেই। নদীর যেখানে শিশুর মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে তার মায়ের চটি দুটিও পাওয়া গিয়েছিল। শিশুকে সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেই সময় পুলিশের জেরায় মৃত শিশুর মা তাপসী চ্যাটার্জী জানিয়েছিলেন, অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ বাড়ির ময়লা বাইরে ফেলতে গিয়েছিলেন তিনি। ময়লা ফেলে ফিরে এসে তিনি বাড়িতে মেয়েকে দেখতে পাননি। তাপসীদেবীর স্বামী সঞ্জীববাবু এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের আঙ্গুল তার মায়ের দিকে তুলতে থাকেন। শান্তি সাউ বলেন, গত রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল মেয়েটিকে নিয়ে। তাদের সন্দেহ, শিশুটিকে তার মা-ই মেরে থাকতে পারেন। তাঁদের আরও বক্তব্য, শনিবার ভোরে একটা বড় বালতি নিয়ে নদী গিয়েছিলেন শিশুটির মা। অন্যদিন তাপসীদেবী ছোট একটা বালতি নিয়ে ময়লা ফেলতে যান অন্যত্র। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশের পক্ষ থেকে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

এদিকে গত মঙ্গলবার দীপক সরকার নামে এক ব্যক্তি সিমলাপাল থানায় এবিষয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। এতে ঘটনাটি অন্য মাত্রা নেয়। তার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ মৃত শিশুকন্যার মা তাপসী চ্যাটার্জী ও বাবা সঞ্জীব চ্যাটার্জীকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করে।

রেলের লেভেল ক্রসিং বন্ধের প্রতিবাদে উত্তেজনা পুরুলিয়ায়

নিজস্ব সংবাদ দাতা, পুরুলিয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া স্টেশনের অদূরের একটি লেভেল ক্রসিংকে রেল কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরুলিয়া তেলকল পাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকার মহিলারা সহ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন সেই সময় পুরুলিয়া স্টেশনেই ছিলেন আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম শরদকুমার শ্রীবাস্তব। বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলতে সেখানে ডিআরএমের সাথে দেখা করেন পুরুলিয়ার সাংসদ মৃগাঙ্ক মাহাতো ও জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নবেন্দু মাহালী। তাঁরা ডিআরএমকে জানান, স্টেশনের পূর্বপ্রান্তের ওই রেল ক্রসিংটি বন্ধ করে দেওয়া হলে রেল লাইনের দক্ষিণ দিকের বাসিন্দারা ভীষণ সমস্যায় পড়বেন।

প্রায় ২ কিমি রাস্তা ঘুরে তাঁদের শহরে আসতে গিয়ে হয়রান হতে হবে। কিন্তু ডিআরএম তাঁর জবাবে বলেন, সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে লেভেল ক্রসিং-এর বদলে স্টেশনের কাছে ফুট ওভারব্রিজ আগেই করে দেওয়া হয়েছে। তবে এবার দিল্লি থেকে নির্দেশ আসার পর আর কোনও প্রহরীবিহীন রেল ক্রসিং মানুষের যাতায়াতের জন্য খুলে রাখা হবে না। তবে আপাতত মানুষের যাতায়াতের জন্য পুরুলিয়ার ওই ক্রসিং-এ সামান্য রাস্তা রাখা হলেও টোটো কিংবা অটো যাতায়াতের জন্য এখন থেকে আর কোনও রাস্তা রাখা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন শরদ কুমার শ্রীবাস্তব।

৪০টি পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ ঝুলেই থাকল পুরুলিয়ায়

নিজস্ব সংবাদ দাতা, পুরুলিয়া ঃ আইন শৃঙ্খলার দিকটি মাথায় রেখে পুরুলিয়ার ৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখল প্রশাসন। বোর্ড গঠনের প্রথম দিন জেলার বিভিন্ন ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ, বোমাবাজি, গুলি, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ইত্যাদির ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ১৪টি ব্লকের ৩৩টি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখল প্রশাসন। বোর্ড গঠনের প্রথম দিন জেলার বিভিন্ন ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ, বোমাবাজি, গুলি, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ইত্যাদির ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ১৪টি ব্লকের ৩৩টি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখল প্রশাসন। পরে বুধবার আরও ৭টি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৬টি পঞ্চায়েত রয়েছে রঘুনাথপুর মহকুমা এলাকাতেই। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী পঞ্চায়েতগুলিতেও পরে বোর্ড গঠন হবে। জেলায় পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৭টি। সব মিলিয়ে বলা যায়, পুরুলিয়ার মোট ১৭০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৭টিতে আপাতত নতুন বোর্ড গঠিত হচ্ছে না।

এপ্রসঙ্গে জেলাশাসক অলকেশ প্রসাদ রায় বলেছেন, পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের জন্য ১৬ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। বিধি অনুযায়ী সেই দিন থেকে ৯০ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েতগুলিতে বোর্ড গঠন করতে হবে এবং সে বিষয়ে রাজ্য সরকার থেকে নির্দেশ আসার পর ওই পঞ্চায়েতগুলিতে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে তৃণমূলের সুবিধাকে দল বদলের জন্য চাপ দেওয়া বিরোধী দলের সদস্যদের ভাঙ্গিয়ে আনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময় পাইয়ে দিতে শাসক দলের নির্দেশ মতো বেছে বেছে বিরোধীদের গরিষ্ঠতা থাকা পঞ্চায়েতগুলিতেই বোর্ড গঠন বন্ধ রাখা হল বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো।

প্রাক্তন বিধায়কের দল থেকে পদত্যাগ ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব সংবাদ দাতা, পুরুলিয়া ঃ একের পর এক দলীয় নির্দেশকে অমান্য করে নিজের মতো করে দল চালাচ্ছেন এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের কর্মকর্তাদের একটা অংশ। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া থানার মাঠে দলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান দলের একটা বড় অংশের কর্মকর্তারা বয়কট করেছেন। এমনকি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তপন চট্টোপাধ্যায় একের পর এক দলীয় নির্দেশকে অমান্য করে নিজের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। দলীয় কুপন চেপে ঢাকা তুলছেন তিনি। যা কিনা দলীয় নির্দেশের বাইরে বিষয়টি ছিল। আরও জানা গিয়েছে, ওই দিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের হাতে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। নিচু স্তরের কর্মী সমর্থকদের কাছে প্রশ্ন উঠেছে, তপন চট্টোপাধ্যায় কেন পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন? জেলা পরিষদের সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্যদের একটা অংশ অভিযোগ তুলেছেন, ওই প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় দলীয় নির্দেশকে অমান্য করে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে তৎপর হয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি ২৩ আগস্ট মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় নির্দেশকে উপেক্ষা করে নিজে পছন্দের এক ব্যবসায়ীকে প্রধান পদে বসিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। জানা গিয়েছে, ওই সব সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন, কোনোভাবেই ওই প্রধানকে তাঁরা মেনে নেবেন না। এছাড়াও একের পর এক দলের কর্মকর্তাদের একটা অংশ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছেন ওই তপন চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। এমনটাই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকে। শুক্রবার সকালে দলের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানালেন, ২০১১ সালের আগে তপন চট্টোপাধ্যায় দল বিরোধী কাজ ও মন্তব্য করার অপরাধে তাকে কয়েক বছরের জন্য সাসপেণ্ড করেছিল দল। তারপরে কোনো এক অদৃশ্য কারণে ২০১১ সালে দলীয় টিকিটে বিধায়ক হন। সেই সময় প্রশ্ন উঠেছিল, দল যাকে কয়েক বছরের জন্য সাসপেণ্ড করল তাকে আবার কিভাবে বিধানসভার টিকিট দেওয়া হলো? তবে দলের একটা অংশ জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যে তপন চট্টোপাধ্যায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। দলের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ার কারণেই কি এই ধরনের পদত্যাগপত্র জমা দিলেন তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া উচিত, আর দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিতে চাইলে সভাপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া উচিত। তপন চট্টোপাধ্যায় কোনটির জন্য পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন সেই বিষয়টিও এখন অন্ধকারে রয়ে গেছে। তবে এই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে সেরকম কোনো জোরালোভাবে বক্তব্যও রাখেননি বলে জানা গিয়েছে। তবে তপন চট্টোপাধ্যায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথের হাতে কোন্ ধরনের পদত্যাগপত্র জমা দিলেন সেটা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। তবে ২০১৬ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিপিএম-এর প্রার্থী প্রদীপ সাহার কাছে হেরে যান। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন। একজন বিধায়ক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এটা নিয়েও দলীয় কর্মী, নেতা এবং স্থানীয় লোকদের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। একজন বিধায়ক তিনি কেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদে দাঁড়াবেন? তাই প্রকাশ্যে এসে গেল পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই প্রসঙ্গে তপন চট্টোপাধ্যায় অনেকের কাছে বলেছেন, দলের দুর্দিনে থাকবো আর সুসময়ে থাকবো না এটা তো হতে পারে না। তৃণমূলের একটা অংশ অভিযোগ তুলেছেন, এখন যাঁরা তৃণমূলের কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন রয়েছেন সেই সব নেতা আগে বিজেপির কর্মকর্তা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এখন জেলা পরিষদের সদস্য বিপুল দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তাপস চৌধুরী, আগে বিজেপির নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন। এখন তৃণমূলের একটা অংশের কাছে ধরা খুবই জনপ্রিয়। তাহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই সব কারণেই কি দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে এসে গেল? একদিকে পুরনো তৃণমূল নেতারা, অন্যদিকে নতুন তৃণমূল নেতারা এই দুইকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দল তুঙ্গে পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকের মাটিতে? জানা গিয়েছে, পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১০টি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ১০টির মধ্যে তৃণমূলের দখলে ছিল ৫টি, বিরোধীদের হাতে ছিল ৫টি। বিরোধীদের দাবি, সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন হলে পঞ্চায়েত সমিতি তাদের দখলে যেত। ভোট হলেও ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। তাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে এই ব্লকের সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা। তবে একসময়ের তৃণমূলের নিষ্ঠা ও লড়াকু নেতা তপন চট্টোপাধ্যায়ের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। দলের কর্মকর্তাদের একটা অংশ মনে করছেন, এই ধরনের পদত্যাগপত্র মানেই একটা নাটক চলছে। তপনবাবু বলেন, আমার পরে অন্য নেতারাও পরপর পদত্যাগপত্র জমা দেবেন। যাঁরা আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন তাঁরাই দুর্নীতিগ্রস্ত।

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে শুক্রবার ডেঙ্গি বিষয়ক একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্তি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, মহকুমাশাসক লক্ষ্মী বি তেজারু, আরামবাগ পৌরসভার পুরপ্রধান স্বপন নন্দী এবং কাউন্সিলারগণ সহ অন্যান্যরা।

পুরুলিয়ায় পৃথক দুই ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব সংবাদ দাতা, পুরুলিয়া ঃ অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী এক যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নিমাই রায় (৩০)। পুরুলিয়া মফস্বল থানার আইমনডি গ্রামে তার বাড়ি। শুক্রবার ভোরে পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কে পুরুলিয়া মফস্বল থানার বেলকুঁড়ি আশ্রম মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে বাইকসহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল ওই যুবক। মফস্বল থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃত আকলা মাহাতোর (৫০) বাড়ি পুরুলিয়া মফস্বল থানার গোলবেড়া গ্রামে। বৃহস্পতিবার বিকালে চাষের জমিতে গিয়েছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ পরেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় খোঁজ করতে গিয়ে পরিবারের লোকেরা তাঁকে জমির আলের উপর পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ফের মোমোর আতঙ্ক বাঁকুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার আরও এক যুবক মোমোর ডাক পেয়েছেন। এই নিয়ে জেলায় ৪ জন মোমোর বার্তা পেয়েছে। বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুর ব্লকের রাধানগরের আশীষ দে নমে এক যুবকের হোয়াটস অ্যাপে বিকেলের দিকে মেসেজ পাঠায় মোমো। আশীষবাবু বিষয়টি সেই মুহূর্তে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের নজর আনেন। পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরার নির্দেশ অনুসারে রাধানগর ফাঁড়িতে বিষয়টি লিখিত জানান তিনি।

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের গোপন রোগ, পেটের রোগ, চর্মরোগ, যৌনরোগ সহ লিঙ্গদোষ ত্রুটি, শিথিলতা, অকমতা, ধাতুদুর্বল, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবে জ্বালা, সিফিলিস, গণোরিয়া, অর্শ, ভগন্দর, পুরুষের শুক্রহীনতার চিকিৎসা করা হয়।
স্ত্রীরোগ ঃ মহিলাদের ঋতুস্রাবের কষ্ট, সাদা স্রাব, অঙ্গশৈথিল্যতা, সন্তানহীনতা প্রভৃতি চিকিৎসা করা হয়।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়।
(গোপনমদের নেশা ছাড়ান ১০ দিনে পরিবর্তন)
ঠিকানা ঃ- বলিকলাতা (দমদম), আরামবাগ,উদয়নারায়ণপুর, খেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায়ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর (নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট - ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
আকর্ষণঃ- উড়িষ্যার বালাহাদি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017

বাঁকুড়ায় তিনটি হনুমানের প্রতিদিন মনসা প্রণাম দেখতে কৌতুহলী এলাকাবাসীদের ভিড় বেড়েই চলেছে

নিজস্ব সংবাদ দাতা, বাঁকুড়া ঃ প্রতিদিন দুপুরে দেবী মনসার থানে প্রণাম করতে আসে তারা। মনসাদেবীর থানে এসে বেশ কিছুক্ষণ শান্তভাবে বসে থাকে তারা। শুধু ভক্তি ভরে বসে থাকাই নয়, মধ্যে মধ্যেই মনসাদেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেখা যায় তাদের। তারা ভক্তিতে এতটাই বিভোর যে অত্যন্ত জনবহুল রাস্তার ওপর দেবী মনসার এই চাতাল হওয়া সত্ত্বেও তারা নির্বিকার। কোনও উৎপাত নেই, মনসাদেবীর সামনে চুপটি করে বসে ১০—১৫ মিনিট থাকার পর দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে তারা সেখান থেকে চলে যায়। তিন হনুমানে এই মনসা পুজো এলাকায় ও ওই পথ ব্যবহারকারী পথযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়ে নানা রটনাও হতে শুরু করেছে। বাঁকুড়া শহরে স্কুলডাঙ্গার সুকান্ত স্ট্যাচুর কাছে বিধায়ক শম্পা দরিপার বাড়ির পাশে একটি বিশাল বড় বটগাছের তলায় দেবী মনসার থান রয়েছে। এই থানেই প্রতি দুপুরে তিনটি হনুমানকে আসতে দেখা যায়। এই চাতালটির সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে স্কুল, কলেজ, বাজার, বাসস্ট্যাণ্ড, অফিস, আদালত, হাসপাতাল ইত্যাদি জায়গা যাওয়ার জন্য ভিড় লেগে থাকে। রামপুর মনোহরতলার বাসিন্দা রাজকন্যা বসু ও শাশ্বত পাঠক জানান, গত দুই থেকে আড়াই মাস ধরে তাঁরা এই ঘটনা লক্ষ্য করে আসছেন। তিনটি হনুমানই পুজো হয়ে যাওয়ার পর মনসাদেবীর চাতালে আসত এবং কিছুক্ষণ থেকে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এটা এক অলৌকিক ঘটনা। দেবী মনসার মহাত্ম্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়। একই কথা তাপস পাঠক নামে এক সাংস্কৃতিক কর্মী জানান, প্রতিদিন বেলা এগারটা নাগাদ পুরোহিত পুজো করার পরেই হনুমান তিনটি সেখানে আসে। মনসাদেবীর সামনে শান্ত হয়ে বসে এবং প্রসাদ খেয়ে চলে যায়। এটা দেবী মনসার একটা মাহাত্ম্য। এটা দেখতে প্রতিদিন কৌতূহলী মানুষের ভিড় বাড়ছে। জেলার অন্যতম পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী প্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মাই ডিয়ার ট্রিজ এণ্ড ওয়াইল্ডস'-এর মৌসুমী চৌধুরী জানান, এটা জীবের একটা বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যই এটা হয়ে থাকে। গত এক মাস ধরে লক্ষ্য করে তাঁরা দেখেছেন, পুজোর ঘণ্টার শব্দ শুনেই হনুমানগুলি সেখানে আসে। পুজোর শেষে সেখান থেকে সবাই সরে গেলে দেবীর কাছে গিয়ে বসে। শান্তভাবে বসে চারদিক দেখে নিয়ে সুযোগ বুঝে শশা ও কলা সহ যেসব নৈবিদ্য দেবীর পায়ে থাকে তা নিয়ে ফিরে যায়। মৌসুমীদেবী জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা চলতে থাকায় হনুমানগুলি সময় ও আসা যাওয়া নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই পুজোর ঘণ্টা বাজতে দেরী হলেও হনুমানগুলি সেখানে চলে এসে অপেক্ষা করে। মৌসুমীদেবী জানান, দ্বারভাঙ্গায় রাজবাড়ির একটি কালি মন্দির আছে মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। সন্ধ্যা আরতির পর কোন ভক্ত বা পর্যটক কালি মন্দিরের ভেতরে রাখা ঘন্টা বাজালে অসংখ্য শিয়াল সেখানে এসে জড়ো হয়। ভক্তদের কাছ থেকে দেবীর প্রসাদ পাওয়ার পর তারা আবার ফিরে যায় সংলগ্ন জঙ্গলে। দক্ষিণ ভারতের মহাবলিপুরম থেকে ১৪ কিমি দূরে পক্ষীতীর্থ (বেদগিরি পাহাড়ের চূড়ায়) বলে একটি জায়গা রয়েছে, যেখানে ৫০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভক্তদের হাত থেকে দৈনিকপ্রসাদ খাওয়ার জন্য আসত। কলকাতার খান্নার কাছে গৌরীবাড়িতে জলাধারে থাকা মাছ, কোচবিহারের বানেশ্বরে শিব মন্দির সংলগ্ন পুকুরে কচ্ছপ ভক্ত ও পর্যটকের দেওয়া খাবার খাওয়ার জন্য আসে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা।